পর্ব২ :বিদেশনীতির উপাদান কি কি?

আমেরিকা কবে কোথায় কত লোক মেরেছে আর কত দেশকে বাঁচিয়েছে, তা দেখার আগে, আসুন আমেরিকার এই পররাস্ট্রনীতির পরিকাঠামো বোঝার চেস্টা করি।

প্রথম কথা হল, বিদেশনীতি ব্যাপারটা কি? ভদ্র ভাষা হচ্ছে, আমাদের দেশের সাথে অন্যদেশের সম্পর্ক যেন সুস্থ থাকে। আসল ভাষা হল, অন্যদেশের উপর প্রভাব, আধিপত্য বিস্তার করা। যাতে দেশের স্বার্থ রক্ষা হয়। দুই হাজার বছর আগে, কৌটিল্য এমনটিই বলে ছিলেন, আজো এমন কোন দেশ নেই যে এই নীতি মানে না। বিদেশনীতির সংজ্ঞাতেই সাম্রাজ্যবাদের গন্দ্ধ। এমনটাই হওয়ার কথা, সেটা মার্ক্স বিশ্লেষন করেছিলেন প্রায় দেড়শত বছর আগে। তাই শুধু আমেরিকাকে দোষ দিলেই সাম্রাজ্যবাদ শেষ হবে না। আমেরিকা শেষ হয়ে গেলে, চীন উঠে আসবে। বিজেপির উত্থান হলে ভারতও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠবে। দেশগুলির সীমান্ত অবলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সাম্রাজ্যবাদ টিকে যাবে। দেশগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চালু হলে, সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা হ্রাস পাবে। সীমান্ত মুক্ত বাণিজ্য, সাম্রাজ্যবাদ ঠেকানোর সবচেয়ে বড় সহায়, কিন্তু মৎসন্যায়ের ভয় থেকেই যায়। গ্যাট চালু হলে, পুঁজি তার নিজস্ব স্বার্থে, সবদেশেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চাইবে। ভারত পাকিস্থানের তৃতীয় যুদ্ধ না হওয়ার একটা বড় কারন হল, ভারতীয় পুঁজি যুদ্ধ চাই না। কারণ তাহলে, বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষতি হবে। পার্লামেন্টের উপর পাক হামলার পরেও, ভারত কাগুজে হুমকিতেই আবদ্ধ থাকল, এর একটা বড় কারণ দেশী-বিদেশী পুঁজির চাপ (পাক আনবিক বোমাও কিছুটা কৃতিত্ব দাবী করতে পারে)।

এবার স ংক্ষেপে দেখা যাক কিভাবে এই আধিপত্য বিস্তারের চেস্টা করা হয়। সব দেশই তার সামর্থ্য মতন এই নীতি অনুসরন করে। আমেরিকার টাকা বেশী, তাই ওরা একটু বেশী করে!!

বিদেশ নীতির সরঞ্জাম!! রাস্ট্রবিজ্ঞানের বই থেকে তুলে দিলাম। পৃথিবীর সব দেশই এই নীতি অনুসরন করে।

- কূটনীতি
- বিদেশী সাহায্য (বাংলাদেশকে সাহায্য করে অনেক দেশ তাদের স্বার্থরক্ষা করে)
- আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য
- টিভি, পেপারে প্রচার
- সংস্কৃতির বিনিময়-শিক্ষার বিনিময়
- গুপ্তচর বৃত্তি (প্রকাশ্য এবং গুপ্ত)
- অন্যদেশের রাজনীতিবিদদের ঘুস খাওনো এবং ব্ল্যাকমেল করা। বৈরী রাজনীতিবিদদের সরিয়ে দেওয়া (রাস্ট্রবিজ্ঞান খুন করতে বলে না, আমেরিকা তার তাবেদার না হলে খুন করে দিত আগে)
- বিদেশী সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করা
- বৈদেশিক বানিজ্যর উপর হস্তক্ষেপ (এটা আবার চারভাবে হয়—মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রন, আমদানী রফতানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, বানিজ্য বয়কট এবং বিদেশী পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রন)
- কূটনৈতিক সম্পর্কর ইচ্ছাকৃত অবনতি (দরদাম করতে হলে)
- কূটনেতিক দরদামে পেশী পদর্শন
- মিলিটারী দিয়ে অন্যদেশের আমদানী বন্ধ করা-সাদ্দামের উপর যেমন চাপানো হয়
- সীমান্তে সেনা সমাবেশ করিয়ে, সীমান্ত সংঘর্ষ করিয়ে কূটনৈতিক চাপ
- কিছুতে কিছু না হলে যুদ্ধ!

প্রিয় পাঠক, বুঝতেই পারছেন যুদ্ধ হচ্ছে প্রভুর অনেক লীলার, একটি লীলা মাত্র। পৃথিবীর সবদেশই ওপরের ওই নোংরা নীতিগুলি অনুসরন করে। আমেরিকার টাকা বেশী, তার পরে

প্রতিযোগী না থাকায়, এখন আরো বল্গাহীন ভাবে এই নীতিগুলি অনুসরন করছে। চীন, ভারতের টাকা হচ্ছে, তাই তারাও প্রভুর লীলাখেলা একটু একটু করে শিখছে!

[চলবে]